সমকাল

তারিখ 28 DEC 2015
পৃঃ ... কলাম ...

৩৪ কোটি পাঠ্যবই

নিছক 'উৎসব' নয়, উত্তরণের চিত্র

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুত ৩৪ কোটি পাঠ্যবই– রোববারের সমকালে প্রকাশিত এমন প্রতিবেদন আভাস দেয় যে ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' কতটা জমজমাট হতে যাচ্ছে। তবে আমরা পাঠ্যবই বিতরণের এই আয়োজনকে নিছক উৎসবমূলক আনুষ্ঠানিকতার নিরিখে বিবেচনা করতে চাই না। বস্তুত শিক্ষার প্রসার বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে যে সাফল্য বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে দেখিয়ে আসছে, এর মাত্রাগত দিক বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক হতে পারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুণগত উত্তরণ ঘটেছে, স্বীকার করতেই হবে। আমাদের মনে আছে, বর্তমান সরকার সাত বছর আগে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত দুটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, প্রাথমিকের পর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও বিনামূল্যে বই প্রদান। তখন এই পরিকল্পনাকে 'উচ্চাভিলাষী' আখ্যা দিয়ে অনেকে এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ সরকারের ব্যয় বাড়িয়ে দেবে আশঙ্কা করে এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঔচিত্য নিয়ে সন্দিহান ছিল উন্নয়ন সহযোগীরা। আমরা আনন্দিত যে সব শঙ্কা ও সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে সরকার গত সাত বছর ধরেই আন্তরিকতা ও দক্ষতার পরীক্ষায় পাস করে চলছে। নতুন বছরে নতুন বই বিতরণ আক্ষরিক অর্থেই 'পাঠ্যবই উৎসব' ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দেখি, প্রত্যেক ইংরেজি নববর্ষের দিন কীভাবে 'নতুন বইয়ের গন্ধ' ছড়িয়ে যায় সারাদেশের স্কুলের আঙিনায় আঙিনায়। নতুন ক্লাসে এসে নতুন বই হাতে পেয়ে কীভাবে আনন্দে আত্মহারা হয় শিক্ষার্থীরা। আমরা ভুলে যাইনি পূর্ববর্তী সরকারগুলোর শাসনামলে যদিও শিক্ষার প্রসারে ধারাবাহিকতা বজায় ছিল, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা এমনকি কালোবাজারিতে নাকাল হতো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। বছরের মাঝামাঝিও শিক্ষার্থীরা নতুন বই পায়নি; এমন সংবাদ তখন বিরল ছিল না। এর সঙ্গে ছিল নতুন ক্লাসে গিয়েও পুরনো এমনকি ছেঁড়া-ফাড়া বই হাতে পাওয়ার বিড়ম্বনা। এতে করে নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় যে ভাটা পড়ত, সন্দেহ নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক কেনার সামর্থ্য না থাকায় কত মেধাবী শিক্ষার্থীকে যে মাঝপথে ঝরে পড়তে হয়েছে! এখন সবই ইতিহাসের অংশ। পাঠ্যপুস্তক ছাপা, পরিবহন ও বিতরণকে কেন্দ্র করে একটি অসাধু চক্র প্রায় প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষার্থী তথা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকেই কীভাবে জিম্মি করে ফেলত আমাদের মনে আছে। বর্তমান সরকার যখন বছরের প্রথম দিনই বই বিতরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তখন ওই চক্রটি নানা বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছিল, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডও আমরা দেখেছি। কিন্তু বর্তমান সরকার সব বিপত্তি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে মাধ্যমিক পর্যায়েও বিনামূল্যে বই প্রদানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও সম্পন্ন করেছে। কাগজ, মুদ্রণ ও সম্পাদনার মান নিয়ে প্রথম দিকে প্রশ্ন থাকলেও পরে তা কাটিয়ে ওঠা গেছে। প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর হাতে প্রায় ৩৪ কোটি নতুন বই তুলে দেওয়ার দুরূহ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আমরা সরকার বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাই। এটি একই সঙ্গে বিশ্বরেকর্ড বলে যে দাবি কেউ কেউ করে আসছেন, তা কিন্তু আমলযোগ্য। তবে নিছক রেকর্ড নয়; শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের স্বার্থেই সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে, আমরা আশা করি।